দৈনিক
ইত্তেফাক

23 JAN 2017
পৃঃ ১৬ কঃ ৫

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন

■ কু.বি. সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ৬ দফা দাবিতে লাগাতার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের চলমান কর্মসূচির প্রথম দিনেই ১১ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেছেন। গতকাল রবিবার বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন শেষে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে ১১ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে।

জানা যায়, ১৭ জানুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাসায় পরিকল্পিত হামলার দ্রুত রহস্য উদঘাটন করে দোষীদের গ্রেফতার, শিক্ষক লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত ডিন এম এম শরীফুল করিমকে সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া, খালেদ সাইফুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করা, নব নিযুক্ত প্রক্টরকে প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়াসহ মোট ৬ দফা দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন।

এদিকে মানববন্ধন শেষে উপাচার্যের কাছে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিয়ে সোমবারের মধ্যে ক্লাস ও পরীক্ষা চালু করার দাবিসহ শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদ, নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, পরিবহন ও আবাসন সংকট নিরসন, জমি অধিগ্রহণসহ মোট ১১ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষকদের চলমান কর্মসূচির জন্য রবিবার স্নাতকের ৫টি ও স্নাতকোত্তরের ১টি চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুরুল করিম।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির গত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদের মধ্যে দেখা যায় বিভক্তি। নির্বাচনে দ্বিধাবিভক্ত শিক্ষকরা বঙ্গবন্ধু পরিষদের নীল দল নামে দুইটি প্যানেলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে নির্বাচনে ১৭টি পদের সবগুলোতেই মূল ধারার বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্যানেল জয়লাভ করে। নির্বাচনে জয়ী না হওয়াতে একটি মহল এসব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষক নেতারা।

সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আলী আশরাফ বলেন, 'শিক্ষকদের দুইটি পক্ষ আছে। আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। তবে শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে কোনো লিখিত দাবি পাই নাই। পত্রিকার মারফতে জানতে পেরেছি।'